

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

১৪৪৩ চ  
৫ মে

বাংলাদেশ



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ  
সরকার  
গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, ফেব্রুয়ারি ৬, ২০১৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

নং ০২(আঃম)(লেঃস)(মুঃপ্রঃ)-আইন-অনুবাদ-২০১৩—সরকারি কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল (বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে কার্যবন্টন) এর আইটেম ৩০ এর ক্রমিক ৭ ও ১০ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিগত ৩-৭-২০০০ ইং তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত সরকারি কর্মচারী (সাজাপ্রাপ্তিতে বরখাস্ত) অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সালের ৫নং অধ্যাদেশ) এর বাংলা অনুবাদ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিল।

মোঃ দেলোয়ার হোসেন  
সহকারী সচিব (চঃদাঃ)।



(৮৩৩)

মূল্য : টাকা ৪.০০

## সরকারি কর্মচারী (সাজাপ্রাপ্তিতে বরখাস্ত) অধ্যাদেশ, ১৯৮৫

১৯৮৫ সনের ৫ নং অধ্যাদেশ

[৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫]

কতিপয় ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবার প্রেক্ষিতে কোনো সরকারি কর্মচারীকে বরখাস্ত করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত অধ্যাদেশ

যেহেতু ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবার প্রেক্ষিতে কোনো সরকারি কর্মচারীকে বরখাস্ত করিবার উদ্দেশ্যে বিধান করা সমীচীন;

সেহেতু এতদ্বারা রাষ্ট্রপতি, ১৯৮২ সনের ২৪শে মার্চ তারিখের ফরমান অনুসারে এবং এতদুদ্দেশ্যে তাহাকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতাবলে, নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন:—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।—এই অধ্যাদেশ সরকারি কর্মচারী (সাজাপ্রাপ্তিতে বরখাস্ত) অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে,—

(ক) “সরকারি কর্মচারী” অর্থ প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি এবং সরকার কর্তৃক বা কোনো আইন দ্বারা বা আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ কোনো সংবিধিবদ্ধ কর্পোরেশন, অথবা কোনো সংস্থা, কর্তৃপক্ষ বা সংগঠনের কোনো চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ট্রাস্টি, সদস্য, কমিশনার, শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী উহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন, কিন্তু এইরূপ কোনো ব্যক্তি উহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন না যিনি—

(অ) কোনো প্রতিরক্ষা সার্ভিসের সদস্য; বা

(আ) কোনো আইনের অধীন নির্বাচনের মাধ্যমে নিযুক্ত কোনো পদে অধিষ্ঠিত; এবং

(খ) “তফসিল” অর্থ এই অধ্যাদেশের সহিত সংযুক্ত তফসিল।

৩। সাজাপ্রাপ্তিতে সরকারি কর্মচারী বরখাস্তকরণ।—(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন, বিধি, প্রবিধি, উপ-আইন, দলিল বা চুক্তি বা সরকারি কর্মচারীর চাকরির শর্তাবলিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো সরকারি কর্মচারী তফসিলে উল্লিখিত ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলে, তিনি উক্তরূপ দোষী সাব্যস্ত হইবার রায় বা আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে বরখাস্ত হইবেন।

(২) তফসিলে উল্লিখিত ফৌজদারি অপরাধে কোনো সরকারি কর্মচারীকে দণ্ড প্রদানকারী আদালত যদি বিচার চলাকালীন জ্ঞাত হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি একজন সরকারি কর্মচারী, তাহা হইলে উহা রায় বা আদেশ প্রদানের পর অবিলম্বে তাহার সাজা প্রাপ্তির বিষয়ে তাহার নিয়োগকারীকে অবহিত করিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন বরখাস্তকৃত কোনো সরকারি কর্মচারী যদি আপিলের ভিত্তিতে আপিল আদালত কর্তৃক অব্যাহতি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তিনি চাকরিতে পুনর্বহাল হইবেন, যদি তিনি ইতোমধ্যে অবসর গ্রহণের বয়সে উপনীত না হন অথবা সংশ্লিষ্ট পদ বা চাকরি বিলুপ্ত না হয়।

৪। অব্যাহতি, ইত্যাদি।—(১) যেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোনো সরকারি কর্মচারীর অপরাধের গুরুত্ব লাঘব করিবার মত এইরূপ অবস্থা বিদ্যমান যাহাতে উক্ত সরকারি কর্মচারীকে ধারা ৩ এর বিধানাবলির প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি প্রদান করা যায়, সেইক্ষেত্রে তিনি এই মর্মে আদেশ জারি করিতে পারিবেন যে, ধারা ৩ উক্ত সরকারি কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে না এবং উহার ফলে উক্ত সরকারি কর্মচারী চাকরি হইতে বরখাস্ত হন নাই মর্মে গণ্য হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কোনো আদেশ জারি করা হয়, সেইক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অধস্তন নহে এইরূপ কোনো কর্তৃপক্ষ উক্ত সরকারি কর্মচারীর ক্ষেত্রে যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে, বরখাস্তের আদেশ ব্যতীত, সেইরূপ যে কোনো আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৫। অন্যান্য আইন, ইত্যাদির প্রয়োগ।—এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি সরকারি কর্মচারীর শৃংখলামূলক বিষয়াদিসহ চাকরির শর্ত সম্পর্কিত আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন, বিধি বা প্রবিধিকে ক্ষুণ্ণ করিবে না বরং উহার অতিরিক্ত হিসাবে গণ্য হইবে।

### তফসিল

#### [ধারা ৩ (১) দ্রষ্টব্য]

যে কোনো আইনের অধীন মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা ছয়মাসের অধিক মেয়াদের কারাদণ্ড, বা একহাজার টাকার অতিরিক্ত জরিমানা বা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধসমূহ।